বাজেট ২০১১-১২: প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

জানুয়ারি ২০১২

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইট:www.mof.gov.bd

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	বাজেট ২০১১-১২: প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	১-১০
পরিশিষ্ট	২০১১-১২ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেটের প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) আয় ও ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	১১-২০
(ক)	রাজস্ব পরিস্থিতি	১১-১২
(খ)	সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি	১৩-১৫
(গ)	বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন	১৬
(ঘ)	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	১৭
(ঙ)	বৈদেশিক খাত	১৮-১৯
(চ)	মূল্যস্ফীতি	২০

বাজেট ২০১১-১২: প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

আবুল মাল আব্দুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

পরম করুণাময় আল্লাহতায়া'লার নামে

মাননীয় স্পীকার

১। আমি আপনার সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে **সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৯** এর ১৫(৪) ধারার বিধান মতে চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এ মহান সংসদে উপস্থাপন করছি।

২। বিজয়ের ৪০তম বার্ষিকীতে এসে আজ মহাজোট সরকারের কর্ণধার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বসভায় উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ নারী ও শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সম্প্রতি তিনি জাতিসংঘের সাউথ-সাউথ এওয়ার্ড অর্জন করেছেন। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যকর ও গতিশীল নির্দেশনায় বিগত তিন বছরে আমরা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৃষ্ট নানা সমস্যা মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির উচ্চতর সোপান তৈরি এবং তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। জাতীয় আয়ে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, কৃষি, শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাফল্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও জুনিয়র পর্যায়ে সমাপনী পরীক্ষার সফল ও প্রশংসনীয় প্রচলন আমাদের অর্জনসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে আমরা ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চালু করতে পেরেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার পূরণের সাক্ষী হিসেবে বর্তমানে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে গড়ে উঠেছে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ই-তথ্য সেবা কেন্দ্র। এ তথ্য সেবা কেন্দ্র হতে তৃণমূলের জনগণ এলাকায় অবস্থান করেই সহজে এবং নামমাত্র মূল্যে সকল প্রকার সরকারি সেবার তথ্য পাচ্ছেন। জাতীয় পাখি দোয়েল-এর নামাঙ্কিত স্বল্প মূল্যের দেশীয় ল্যাপটপ প্রচলনের যুগান্তকারী ঘটনা সম্ভব হয়েছে বর্তমান সরকারের দূরদর্শী নেতৃত্বের গুণে। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন-এর প্রথম নির্বাচন স্বচ্ছ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজনে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে বর্তমান সরকার দেশের নির্বাচনী সংস্কৃতিতে গ্রহণযোগ্যতার এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। এমনি এক প্রেক্ষাপটে আজ আমি ২০১১-১২ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন এ মহান সংসদে পেশ করছি।

৪। রূপকল্প ২০২১ এর স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আমরা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যার ফলে মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের তিন বছরে দেশ নিরবচ্ছিন্নভাবে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা পরবর্তী অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি না হওয়া এবং ইউরোপে মন্দা পরিস্থিতির অবনতি সত্ত্বেও বিগত অর্থবছরে আমরা ৬.৭% অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছি। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্যের ব্যাপক উর্ধ্বগতির মধ্যেও দূরদর্শী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা মূল্যস্ফীতি ৮.৮% এর মধ্যে সীমিত রাখতে পেরেছি। ভৌত অবকাঠামো খাত বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামীণ অবকাঠামো ও কৃষি উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রয়েছে। শিল্প উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা বিভিন্ন সংস্কার ও প্রণোদনামূলক কার্যক্রম চালু রেখেছি । এ প্রেক্ষাপটে সম্পদের সীমাবদ্ধতা, সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অভিঘাত সত্ত্বেও চলতি অর্থবছরে নির্ধারিত ৭% প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিষয়ে আমরা এখনও আশাবাদী।

মাননীয় স্পীকার

৫। চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপনের শুরুতেই আমি দৃষ্টি দিতে চাই সরকারের রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় পরিস্থিতির ওপর। এরপর, বিশ্ব পরিস্থিতিতে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাম্প্রতিক চিত্র এ মহান সংসদে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সবশেষে, এবারের বাজেটে গৃহীত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সেপ্টেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত সাধিত অগ্রগতির ওপর কিছুটা আলোকপাত করব। এছাড়াও, প্রতিবেদনের শেষে **পরিশিষ্ট** হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রথম প্রান্তিকে সরকারের আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি চিত্র। এখানে আপনার অবগতির জন্য আমি জানাতে চাই যে, বাজেট বাস্তবায়নসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও উপাত্ত না থাকায় গত সংসদ অধিবেশনে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। আশা করছি, বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয় ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রকৃত চিত্রসহ ষাণ্মাসিক প্রতিবেদনটি এ অধিবেশনের শেষের দিকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবো।

২০১০-১১ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

৬। সরকারের রাজস্ব আহরণ প্রসঙ্গের শুরুতেই আমি বিগত ২০১০-১১ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতির ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। গত ২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৫,১৮৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.১ শতাংশ)। অর্থ বছর শেষে আহরিত মোট রাজস্বের পরিমাণ ৯২,৭৯০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৮ শতাংশ) যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৭.৫ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০০৯-১০ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণের তুলনায় এ রাজস্ব ১৮.৮ শতাংশ বেশি।

অর্থবছর ২০১১-১২: প্রথম প্রান্তিকের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

৭। এবার দৃষ্টি ফেরাবো চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রথম প্রান্তিকের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতির দিকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১,১৮,৩৮৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.২ শতাংশ)। প্রথম প্রান্তিকে মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ২৫,৪২৬ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২১.৫ শতাংশ বেশি।

৮। রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি এখনও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম। বিশ্লেষণে দেখা যায়- সাম্প্রতিক সময়ে আমদানি প্রবৃদ্ধির গতি হ্রাস পাওয়ায় আমদানি পর্যায়ে এনবিআর কর রাজস্বের প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা মন্থর হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক ও আয়কর আদায় প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে। এনবিআর রাজস্ব আদায় কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে নতুন আয়কর আইন ও মূল্য সংযোজন কর আইন প্রণয়ন, অটোমেশন, বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি, কর আদায় ইউনিটগুলোতে কর আদায় কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি, কর দাতাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, আয়কর ও ভ্যাটের আওতাভুক্তদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ আদায়ের পাশাপাশি এর আওতা সম্প্রসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি চলতি অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২-জি লাইসেন্স নবায়ন ফি/রাজস্বের হার বাস্তবসম্মতভাবে পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্ধিত রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে দেশীয় সম্পদের যোগান বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আশা করছি চলতি অর্থবছরের শেষে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আহরণে আমরা সক্ষম হব।

মাননীয় স্পীকার

সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি: ২০১০-১১ অর্থবছর

৯। আমরা এখন দৃষ্টি ফেরাবো সরকারের ব্যয় পরিস্থিতির দিকে। ২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছিল ১,৩০,০১১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৬.৫ শতাংশ), যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ৯৪,১৩১ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় ৩৫,৮৮০ কোটি টাকা। অনুন্নয়ন ব্যয় হয়েছে বরাদ্দের প্রায় ৯৯ শতাংশ যা ২০০৯-১০ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ২৩.৭ শতাংশ বেশি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ব্যয় হয়েছে বরাদ্দের প্রায় ৯২.৩ শতাংশ যা ২০০৯-১০ অর্থবছরের এডিপি ব্যয় অপেক্ষা প্রায় ২৫ শতাংশ বেশি। সার্বিকভাবে ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ১,২৭,৮০৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৬.২ শতাংশ) যা ২০০৯-১০ অর্থবছরের তুলনায় ২৬.১৯ শতাংশ বেশি।

অর্থবছর ২০১১-১২: প্রথম প্রান্তিকের সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

১০। চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে ১,৬৩,৫৯০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.২ শতাংশ)। এর মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ১,১৭,৫৯০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.১ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় ৪৬,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.১ শতাংশ)। প্রথম প্রান্তিকে মোট ব্যয় হয়েছে ২৭,৮৭৯ কোটি টাকা (বাজেটের ১৭.০ শতাংশ), যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ২৩,০৪৪ কোটি টাকা (বরাদ্দের প্রায় ১৯.৬ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় ৪,৮৩৫ কোটি টাকা (বরাদ্দের প্রায় ১০.৫ শতাংশ)। সার্বিকভাবে, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় মোট ব্যয় ৬২.৪ শতাংশ, এডিপি ব্যয় ৪৩.৯ শতাংশ এবং অন্যান্য অনুন্নয়ন ব্যয় ৬৬.৯ শতাংশ বেড়েছে। এখানে একটি কথা উল্লেখ করতে চাই যে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে এডিপি বাস্তবায়নের হার বৃদ্ধি পেলেও বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের সক্ষমতা তেমন বৃদ্ধি পায়নি।

মাননীয় স্পীকার

১১। আমি আমার বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলাম, প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হ'ল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাসের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি বাস্তবায়নে বিশেষ নজরদারির জন্য টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে, যা বর্তমানে কাজ করছে। বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত সর্বাধিক ব্যয়সাপেক্ষ ৫০টি প্রকল্পের তালিকা করে এসব প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

বাজেট ঘাটতি পরিস্থিতি

১২। এবার আমি বাজেট ঘাটতি পরিস্থিতির দিকে মহান সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ২০১০-১১ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশ। অর্থবছর শেষে মোট বাজেট ঘাটতি দাঁড়ায় জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশ (৩৫,০১৪ কোটি টাকা)। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র হতে জিডিপি'র ০.৬ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে জিডিপি'র ৩.৮ শতাংশ অর্থের সংস্থান করা হয়। চলতি অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪৫,২০৪ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র হতে ১৭,৯৯৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.০ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে ২৭,২০৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.০ শতাংশ) সংস্থানের

পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম প্রান্তিকে বাজেট ঘাটতি হয়েছে ২,৪৫৩ কোটি টাকা। ঘাটতি অর্থায়নে প্রথম প্রান্তিকে বৈদেশিক সূত্রের ব্যবহার (১০০৪ কোটি টাকা) প্রত্যাশিত মাত্রার চেয়ে কম। অন্যদিকে জুলাই, ২০১১ তে সুদের হার বৃদ্ধি করা হলেও জাতীয় সঞ্চয়পত্রের বিক্রি আশানুরূপ হারে বাড়েনি। যার ফলে ঘাটতি অর্থায়নের জন্য সরকারকে ব্যাংক উৎস হতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

১৩। এবার আমি দৃষ্টি দেব মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতির দিকে। উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে উজ্জীবিত রাখার লক্ষ্যে বিগত দুই অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হয়েছে। যার ফলে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। একই সাথে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহও অনেক খানি বেড়ে যায়। ২০১০-১১ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ২৭.৪ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ২৫.৮ শতাংশ। অন্যদিকে, বছর ভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি হার দাড়ায় ২১.৩ শতাংশে।

১৪। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম থেকেই মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বশেষ সেপ্টেম্বর, ২০১১ এ রেপো রেট ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৭.২৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়। যার ফলে মুদ্রা সরবরাহ পরিস্থিতি কিছুটা সহনীয় হয়ে আসে। যেখানে চলতি অর্থবছরের শুরুতে মুদ্রা সরবরবাহের প্রবৃদ্ধি ছিল ২১.৬ শতাংশ সেখানে প্রথম প্রান্তিক শেষে তা দাঁড়ায় ১৯.৬ শতাংশে। মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে অনুৎপাদনশীল খাত যেমনঃ ভোগ্যপণ্য, বিলাস দ্রব্য, রিয়েল এষ্টেট ও 'speculative business'(পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ)-এ ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলেও উৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ অব্যাহত রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মূল্যস্ফীতি

১৫। আপনি জানেন, মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গত ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) গড় মূল্যস্ফীতির (৭.৪৬ শতাংশ) তুলনায় বর্তমান অর্থবছরের একই সময়ের গড় মূল্যস্ফীতির হার (১১.৪১ শতাংশ) অনেকটা উর্ধ্বমুখি, যা মূলত খাদ্য মূল্যস্ফীতির (food inflation) জন্য ঘটেছে। তবে, বর্তমান অর্থবছরে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতিও সাধারণ মূল্যস্ফীতির ওপর উর্ধ্বমুখি চাপ সৃষ্টি করছে। গত ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসের গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯.৩৬ শতাংশ, চলতি অর্থবছরের একই সময়ের গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ১৩.৪৮ শতাংশে। অন্যদিকে, এসময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, যা গত অর্থবছরের প্রথম তিন মাসের প্রায় দ্বিগুণ। উল্লেখ্য, গত ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসের গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৪.১১ শতাংশ, চলতি অর্থবছরের একই সময়ের গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৮.০ শতাংশে। আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়াম ও খাদ্যপণ্যের উচ্চমূল্য, অতিরিক্ত ঋণের প্রবাহ ও যোগান সীমাবদ্ধতা মূলতঃ মূল্যস্ফীতিতে ভুমিকা রেখেছে। তবে, সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কিছুটা হ্রাস পেয়েছে (আইএমএফ এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১১ সালে ব্যারেল প্রতি জ্বালানি তেলের দাম গড়ে ১০৩.২ মার্কিন ডলার এবং ২০১২ সালে তা কিছুটা কমে গড়ে ১০০.০ মার্কিন ডলার হতে পারে); ভারতের ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস এবং বাংলাদেশে বোরো ধানের

বাম্পার ফলন ও কৃষিখাতে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির সম্ভাব্য চাপ প্রশমণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য খাতসমূহ

বৈদেশিক খাত পরিস্থিতি

আমদানি ও রপ্তানি

১৬। প্রথমেই আমরা দৃষ্টি দেব রপ্তানি পরিস্থিতির ওপর। বিশ্বমন্দা পরিস্থিতির ক্রমোন্নতিতে রপ্তানি খাতে গত অর্থবছরের শেষে বাংলাদেশ ৪১.৪৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সফলতা দেখিয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পের নিম্নমান (low value end) ক্যাটাগরিতে চীনের প্রতিস্থাপক হিসেবে বাংলাদেশের উত্থান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক বাংলাদেশের জন্য উৎসনীতি (rules of origin) শিথিল করার প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক সময়ে রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশ ২২.৫৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। তবে, প্রধান প্রধান রপ্তানি বাজারে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে (যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে সম্ভাব্য শ্লথগতি, ইউরোপীয় ইউনিয়নের চলমান ঋণ সংকট) সম্ভাব্য বিশ্ব-চাহিদা হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা শ্লথ হতে পারে। সরকার এ পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ রয়েছে এবং রপ্তানি পণ্য ও বাজারের বহুমুখী সম্প্রসারণে বিভিন্ন প্রণোদনা অব্যাহত রেখেছে।

১৭। বিশ্বজুড়ে খাদ্যপণ্য ও জ্বালানি মূল্যের বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে খাদ্য আমদানি বৃদ্ধি ও স্বল্পমেয়াদি বিদ্যুৎ প্ল্যান্টসমূহের জন্য জ্বালানির যোগান অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে বিগত অর্থবছরে আমদানি ব্যয় ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ২০১০-১১ অর্থবছরে আমদানি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সার্বিক প্রবৃদ্ধি ঘটে ৪১.৭৯ শতাংশ। অবশ্য, খাদ্যপণ্য ও পেট্রোলিয়ামের পাশাপাশি মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামালের উল্লেখযোগ্য অন্ত:প্রবাহ ঘটে যা দেশের অভ্যন্তরে স্ফূরিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ইঙ্গিত বহন করে। আমদানি ব্যয়ের এ উচ্চমুখী প্রবণতা ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকেও অব্যাহত ছিল। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১-১২ সময়কালে আমদানির ক্ষেত্রে ২৪.৭৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটে। খাদ্যপণ্য আমদানি হ্রাস, বিশ্ব-চাহিদার সম্ভাব্য অবনমন ও সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির কারণে আগামী দিনগুলোতে আমদানি ব্যয়ের ওপর চাপ কিছুটা কমে আসবে বলে মনে হয়।

রেমিট্যান্স

১৮। রেমিট্যান্স আমাদের বৈদেশিক আয়ের অন্যতম প্রধান খাত। ২০১০-১১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৬.০৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৬৫০.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বিগত অর্থবছরে রেমিট্যান্সের প্রবাহ কিছুটা ধীরগতিসম্পন্ন হলেও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেমিট্যান্স আয় প্রেরণ সহজীকরণে গৃহীত নানাবিধ উদ্যোগ এবং সরকারের প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক কর্মতৎপরতার ফলে চলতি অর্থবছরে প্রবাস আয়ের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে প্রবাস আয়ের ক্ষেত্রে ১১.৮০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

১৯। রেমিট্যান্সের প্রবাহ বেগবান করতে সরকার পুরনো শ্রম বাজারসমূহে অবস্থান ধরে রাখা, নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধান এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদামতো দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরি ও এর বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রবাসী

কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সমন্বিত কার্যক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। এছাড়া, ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের নিয়মিত মূল্যায়ন, জনশক্তি রপ্তানিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও প্রবাসীদের কল্যাণার্থে প্রতিষ্ঠিত 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' এর কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং **জাতীয় অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল** ব্যবহারের মাধ্যমে বিদেশগমনেচ্ছু শ্রমিকদের চাহিদা উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান ও এর পরিধি সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

বৈদেশিক মুদ্রা ও রিজার্ভ

২০। এবার আমি মহান সংসদে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি নিয়ে আলোকপাত করব। গত ২০১০-১১ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল প্রায় ১০.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৯.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দিয়ে প্রায় ৩.৬ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব হতে পারে। আমি ইতোপূর্বে মহান সংসদকে অবহিত (ডিসেম্বর-২০১০) করেছিলাম যে, সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিশ্বজুড়ে খাদ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমতে পারে। তবে, সরকার প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সহজ শর্তে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া, আমদানি ব্যয়ও কমে আসতে শুরু করেছে। এর ফলে বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতির আরও উন্নতি ঘটবে যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে একটি স্বস্তিদায়ক অবস্থায় নিয়ে যাবে।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

২১। চলতি হিসাবের ভারসাম্যের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখব এক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত সুদৃঢ় অবস্থানে রয়েছি। বৈদেশিক বানিজ্যের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় বেশি হলেও চলতি হিসাবের ভারসাম্য (Current Account Balance) সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের শেষে চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত ৯৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। চলতি অর্থ বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত ৩০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয় যা বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫০.৬৪ শতাংশ কম। তবে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি এবং জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জ্বালানি তেলের আমদানি বৃদ্ধির ফলে চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত হ্রাস পেতে পারে। আমরা আশা করছি অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতির ফলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্র বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে, যা রপ্তানি বাড়াতে সহায়তা করবে এবং বৈদেশিক বানিজ্য ঘাটতি কমাবে।

মাননীয় স্পীকার,

চলতি অর্থবছরের বাজেটে প্রতিশ্রুত কতিপয় বিষয়ের অগ্রগতি

২২। এবার আমি চলতি অর্থবছরের বাজেটে ঘোষিত উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয়ে অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরতে চাই।

(ক) বিদ্যুৎ সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান দেয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা **'বিদ্যুৎ খাত সম্পর্কিত একটি মহাপরিকল্পনা'**র আওতায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ২০১৫ সালের মধ্যে জাতীয় গ্রীডে ২৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংযোজনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০১২ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ২১৫৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংযোজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম এ অর্থবছরের বাজেটে। ইতোমধ্যেই সংযোজিত হয়েছে

২০২২ মেগাওয়াট। বিকল্প জ্বালানির উৎস হিসাবে কয়লা অনুসন্ধান, উত্তোলন এবং এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে **জাতীয় কয়লা নীতি** প্রণয়ন এবং **জাতীয় জ্বালানি নীতি, ১৯৯৬** হালনাগাদকরণের কাজ প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে। গ্যাস সংকট নিরসনকল্পে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানী বাপেক্সকে শক্তিশালী করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হয়েছে, প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করছি, গৃহীত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি এসকল পদক্ষেপ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যার স্থায়ী, টেকসই ও গ্রহণযোগ্য সমাধান দিতে সক্ষম হবে।

(খ) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কনসোর্টিয়ামের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। বেসরকারি খাতেও সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের প্রস্তাব পরীক্ষা করা হচ্ছে। কালিয়াকৈরে ২৩২ একর জমিতে পিপিপি'র আওতায় হাইটেক পার্ক স্থাপনের জন্য পার্ক ডেভলপার নিয়োগের কাজ চলছে। পাশাপাশি জনতা টাওয়ারে সফট্ওয়ার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব মডেলে পার্ক ডেভেলপার নিয়োগের কাজও শেষ পর্যায়ে। ৫টি বিভাগীয় শহর, ২৮টি জেলা শহর ও ৫৬টি উপজেলা শহরে ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। গ্রাম পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য ওয়াইম্যাক্স প্রকল্প এবং ১০০০ ইউনিয়নকে অপটিক্যাল নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য প্রকল্প হাতে নিয়েছি। পাশাপাশি ২০১৪ সালের মধ্যে ই-গভার্ণ্যান্স-এ উত্তরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎবিহীন ৮৫৯টি ইউনিয়নে সৌরচালিত ই-সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি সেবা, তথ্য আদান প্রদান, সংরক্ষণ ও ব্যবহার সহজীকরণের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে জাতীয় ডাটা সেন্টারও স্থাপন করা হয়েছে। বিধানাবলী ও নির্দেশিকা প্রণয়নসহ ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুর সকল প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছি। সরকারি ক্রয়কাজে আইসিটি'র প্রয়োগ নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের দপ্তরসমূহে সরকারি ক্রয়ে e-GP (Electronic Government Procurement) পদ্ধতি পাইলটিং হিসেবে চালু করা হয়েছে। e-GP বাস্তবায়নের জন্য ৬৪ টি জেলার ৩০৮টি লোকেশানে সফট্ওয়্যার ও হার্ড ওয়্যার স্থাপন করে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

(গ) রেলপথ ও নৌপথের তুলনায় সড়ক পথের অসম সম্প্রসারণ ও দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় এর বিরূপ প্রভাব প্রশমনের ওপর আমি বাজেটে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছি। এ লক্ষ্যে প্রণীত **সমন্বিত পরিবহন নীতি (**Integrated Multimodal Transport Policy) এবং সড়ক তহবিল গঠনের জন্য প্রণীত **সড়ক তহবিল বোর্ড আইন, ২০১১** এর খসড়া এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। পাশাপাশি হযরত শাহজালাল (রহ:) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ২৬ কিমি. দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ি মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার, বনানী-জুরাইন রেল ক্রসিং এর ওভার পাস এবং কুড়িল ইন্টার সেকশনে ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। পদ্মা সেতু প্রকল্পের অর্থায়নে মূল দাতা সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক এর সাথে সৃষ্ট সাম্প্রতিক জটিলতা নিরসনের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রেলওয়ের জন্য ২০ বছর মেয়াদী মহাপরিকল্পনা (Master Plan) চূড়ান্ত করতেও আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

(ঘ) সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের উদ্যোগকে সফল করতে বিধিগত কাঠামো প্রণয়নসহ (বাস্তবায়ন সহায়ক পরিপত্র জারি) আনুষঙ্গিক যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি (অফিস স্থাপন, লোকবল নিয়োগ) প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে। পিপিপি'র আওতায় ইতোমধ্যে ৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে যা থেকে ১৭৮ মেঃওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে এবং গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার ও ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ চলছে।

(ঙ) শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য বাজেটে ঘোষিত প্রতিশ্রুতিমতে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে মাধ্যমিক স্তরের ১,৩০,৮১,৮৬৬ জন শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের লক্ষ্যে মোট ১১,৭৫,১৮,১৪৩টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও তা যথাসময়ে বিতরণের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। নবীন প্রজন্ম হতে জাতীয় প্রতিভা খুঁজে বের করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী সৃজনশীল প্রতিভা অন্বেষণ কার্যক্রমের আওতায় সেরা প্রতিভা বাছাই পদ্ধতি চুড়ান্ত করতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকারি স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে অধ্যয়ন ও বৃত্তির সুবিধা প্রদানের জন্য প্রণীত **প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১১** এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

(চ) ২০১৪ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন আমাদের কৃষি খাতের কার্যক্রমসমূহের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে প্রণীত কৃষি নীতি সংশোধনপূর্বক খসড়া **জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১১** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ভর্তুকির সুবিধা প্রকৃত কৃষকের নিকটে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিতরণ করা হচ্ছে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড, যার সংখ্যা ইতোমধ্যে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৬৫ হাজার ১ শত ১৫টি-তে উন্নীত হয়েছে। এ ছাড়া ১২ টি জেলায় ১৮ হাজার কৃষক বিপণন দল গঠনের কাজ চলছে।

(ছ) নার্স ও প্যারামেডিক্সের সংখ্যা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং টেলি-মেডিসিনের প্রসার সাধনের বিষয়টি আমাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচিতে প্রাধান্য পেয়েছে। সেপ্টেম্বর,১০ হতে এ পযর্ন্ত Skilled Birth Attendant (SBA) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সের সংখ্যা মোট ৬০ জন এবং প্যারামেডিক্সসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা মোট ৬৫৮৩ জন। ৪৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করেও স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতে জাতীয় ঔষধ নীতি ও ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ হালনাগাদকরণ এবং জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, জাতীয় জনসংখ্যা নীতি, রোগী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য নীতি প্রণয়ণের কাজ চলমান আছে। স্বাস্থ্যখাতে গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপের ফলে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়ে সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য তথা দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারি পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের স্বীকৃতি স্বরূপ বিগত ১৯ সেপ্টেম্বর,২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ কর্তৃক ''ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট'' শীর্ষক সাউথ - সাউথ এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। এটি ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশের জন্য এক বিরাট অর্জন ও সাফল্য।

(জ) ভূমির সর্বোত্তম ও নির্ভরযোগ্য ব্যবহার নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে ঢাকা মহানগর জরিপের ১৯১টি মৌজার ৪,৪১,৫০৬টি খতিয়ান ও ৪০৮৯ টি মৌজা ম্যাপ সিট ডিজিটাইজেশানের কাজ সম্পন্ন করে ভূমি রেকর্ড অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। পাইলট কর্মসূচির আওতায় ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় ৫টি মৌজার ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। নরসিংদী জেলার পলাশ উপেজলায় ৪৮টি

মৌজার ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম আমরা শুরু করেছি। এ পর্যন্ত মোট ২১টি জেলায় ১৫২টি উপজেলার ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ সম্বলিত প্রতিবেদনও প্রণয়ন করা হয়েছে। আবাদযোগ্য জমি সুরক্ষা ও ভূমির অপব্যবহার রোধকল্পে **কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১১** এর খসড়া প্রণয়ন করেছি। এছাড়া অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের উদ্দেশ্যে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১১ জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়েছে।

(ঝ) জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্রাস এবং পরিবেশ বিপর্যয়রোধে আমরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। শিল্পের দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে **কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১** এবং **বিপদজনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১** এর খসড়া প্রণয়ন করেছি। বিধিমালাগুলো চূড়ান্তকরণ ছাড়াও ঢাকার চারপাশের নদীতে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি ও দূষণ সমস্যা হ্রাসকরণে বৃত্তাকার নদী খননের কাজটি এ অর্থবছরের মধ্যেই সমাপ্ত করতে পারবো বলে আশা করছি।

(ঞ) প্রবৃদ্ধি অর্জনের গতিধারায় সকল জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা এবং প্রবৃদ্ধির সুফল সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে আনা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা (inclusive growth) সরকারের সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির পরিধি সম্প্রসারণ করেছি। দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রতিবন্ধীতা সনাক্তকরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী কল্যাণে লক্ষ্যাভিমুখী কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধীতা জরিপ কাজ শুরু করেছি। সুবিধা বঞ্চিত পথশিশু ও এতিম শিশুদের কল্যাণে বড় বড় শহরে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করেছি। ভিক্ষাবৃত্তির অবসানপূর্বক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পাইলটিং ভিত্তিতে ভিক্ষুক জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ডাটাবেজ এবং সামগ্রিক নাগরিক ডাটাবেজ (National Population Register NPR) প্রণয়নের লক্ষ্যে National Population Registration and Identification of Hardcore Households শীর্ষক একটি প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ কার্যক্রম সামজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির দ্বৈততা পরিহারে সহায়ক হবে।

(ট) দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং আঞ্চলিক সমতা বিধানের লক্ষ্যে প্রণীত **'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১'** এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে এবং **'অভিবাসী ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল'** ব্যবহার করে বিদেশগামী শ্রমিকগণকে বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

(ঠ) বানিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্যবসা করার ব্যয় (Cost of Doing Business) হ্রাসের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলাম বাজেটে। সেলক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়েছি আমরা। ভূমি রেজিস্ট্রেশন আধুনিকায়ন ও পাইলট ভিত্তিতে অটোমেশন চালু করা হয়েছে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি রেকর্ড প্রণয়ন ও জরিপের কাজ অব্যাহত আছে; বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির পৃথক আইনী কাঠামো তৈরির উদ্দেশ্যে আইন ও বিচার বিভাগে গঠিত কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেছে যা বর্তমানে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগে পরীক্ষাধীন আছে। অগ্রিম ডিক্লারেশন ও কার্গো ক্লিয়ারেন্স এর জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্ক হিসাবের জন্য ASYCUDA-world সংগ্রহ (procure) সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে, যা বর্তমান অর্থবছরের মধ্যেই চালু হবে; বিচার ব্যবস্থাকে অটোমশেনের আওতায় আনার লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব পোর্টাল (www.supremecourt.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে, বিচারাধীন মামলার cause list, দৈনন্দিন নির্ধারিত মামলার আদেশসহ আনুষঙ্গিক তথ্যাদি ওয়েব সাইটে নিয়মিত প্রদর্শিত

হচ্ছে, জেলা পর্যায়ের অধস্তন আদালতসমূহের সাথে সুপ্রীম কোর্টের data link স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে, সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন মামলার অবস্থান এসএমএস এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে; সর্বোপরি "Online Treasury Chalan Submission & Verification" এর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

২৩। বর্তমান বিশ্বে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোর মুদ্রা ও ঋণ বাজারে ব্যাপক অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্লথ প্রবৃদ্ধি, বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং ইউরোপের গ্রীস ও ইটালিতে যে সার্বভৌম ঋণ সংকট সৃষ্টি হয়েছে তার নেতিবাচক প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতিসহ বাংলাদেশেও পড়তে পারে। কারণ ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পোষাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বড় বাজার। বৈশ্বিক সামষ্টিক অর্থনীতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, এশিয়ার দেশগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজমান। সে হিসেবে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য আমরা ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন সম্ভাবনাময় দেশে বিকল্প বাজারের সন্ধান করছি। মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে রেমিট্যান্স আয়ের ধারা বজায় রাখার জন্য এশিয়ার পাশাপাশি পূর্ব ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানির প্রয়াস গ্রহণ করা হচ্ছে।

২৪। আমি এতক্ষণ এ মহান সংসদে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির যে দৃশ্যপট তুলে ধরেছি তা থেকে বলা যায়- কৃষি এবং আমদানি ও রপ্তানি খাতের প্রবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ উৎপাদনে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি, সন্তোষজনক রাজস্ব আহরণ, বিনিয়োগে গতিশীলতা, রেমিট্যান্স প্রবাহের ধারাবাহিকতা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন আর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী-র কার্যকরী সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমরা প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্ব আর আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল অভিঘাত মোকাবেলা করে আমরা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো, ইনশা আল্লাহ।

খোদা হাফেজ,
জয়বাংলা
জয়বঙ্গবন্ধু

পরিশিষ্ট

বাজেট ২০১১-১২: প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত
বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা
এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

ক। রাজস্ব পরিস্থিতি

ক.১ রাজস্ব আদায়

সারণি ১- রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১০-১১		২০১১-১২	জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে আয়		২০১১-১২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	২০১০-১১	২০১১-১২	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোট রাজস্ব	**৯৫,১৮৭ |১২.১|**	**৯২,৭৯০ |১১.৮|**	**১,১৮,৩৮৫ |১৩.২|**	**২১,৭৭৭ (১২.০)**	**২৫,৪২৬ (১৬.৮)**	**২১.৫**
কর রাজস্ব	৭৯,০৫২ |১০.০|	৭৯,৫৪৮ |১০.১|	৯৫,৭৮৫ |১০.৬ |	১৬,৯৪৯ (৩০.০)	১৯,৮৩৩ (১৭.০)	২০.৭
এনবিআর	৭৫,৬০০ |৯.৬|	৭৬,২৪৯ |৯.৭ |	৯১,৮৭০ |১০.২|	১৬,২৩০ (৩০.৯)	১৯,০৪৮ (১৭.৪)	২০.৭
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	৩,৪৫২ |০.৪|	৩,২৯৯ |০.৪|	৩,৯১৫ |০.৪|	৭১৯ (১২.০)	৭৮৫ (৯.২)	২০.১
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১৬,১৩৫ |২.০|	১৩,২৪২ |১.৭|	২২,৬০০ |২.৫|	৪,৮২৮ (-২৪.৬)	৫,৫৯৩ (১৫.৮)	২৪.৭

উৎস: সিজিএ/আইবাস, অর্থ বিভাগ

নোটঃ বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে

বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে

- ২০১০-১১ অর্থ বছরে রাজস্ব আহরিত হয়েছে ৯২,৭৯০ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৯৭.৫ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থ বছরের রাজস্ব আহরণ অপেক্ষা ১৮.৮ শতাংশ বেশি।
- চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.৮ শতাংশ বেশি এবং লক্ষ্যমাত্রার ২১.৫ শতাংশ।
- ২০১১-১২ অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকে এনবিআর-কর রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ১৭.৪ শতাংশ, এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি ৯.২ শতাংশ এবং কর- বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি ১৫.৮ শতাংশ।
- চলতি অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লভ্যাংশ ও মুনাফা খাতে প্রায় ১৬৬৫ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয় যা এ খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৬৬.৫ শতাংশ বেশি।
- সেপ্টেম্বর'২০১১ পর্যন্ত বিটিআরসি থেকে আদায় ১৯৩১.৭ কোটি টাকা। বিটিআরসি সূত্রে, চলতি অর্থ বছরে ২জি লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ অতিরিক্ত ৪,২৪২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

লেখচিত্র -১: রাজস্ব আয় (জুলাই -সেপ্টেম্বর)

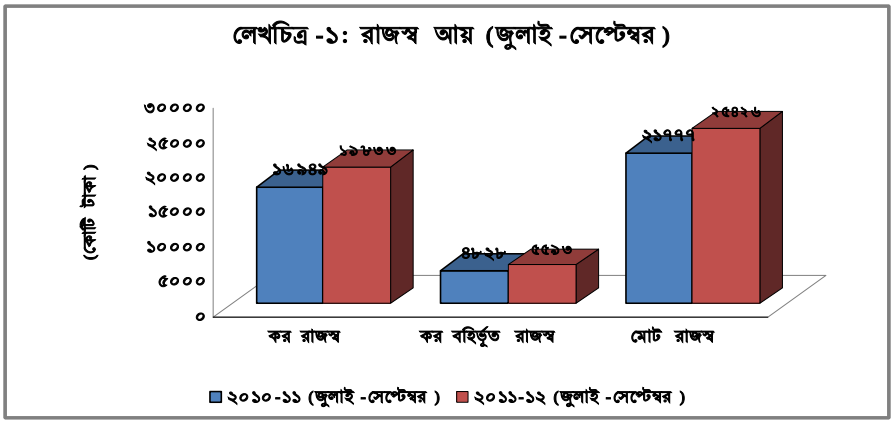

ক.২ এনবিআর- কর রাজস্ব আদায়

সারণি ২- এনবিআর- কর রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১০-১১ (প্রকৃত)	জুলাই-সেপ্টেম্বর (প্রকৃত আদায়)		জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে প্রবৃদ্ধি (%)
		২০১০-১১	২০১১-১২	২০১১-১২
১	২	৩	৪	৫
আয় ও মুনাফার ওপর কর	২১,৯৭১	৪,৫৯১	৫,৬৫২	২৩.১
মূল্য সংযোজন কর	২৯,২২৪	৬,৩৫৯	৭,০১৬	১০.৩
আমদানি শুল্ক	১০,৭৫৬	২,২০৪	২,৫৯৬	১৭.৮
রপ্তানি শুল্ক	০	০	৯	-
আবগারি শুল্ক	৫০৭	৪	২৬	-
সম্পূরক শুল্ক	১৩,৩৭৫	২,৯৭৮	৩,৬৫৩	২২.৭
অন্যান্য কর ও শুল্ক	৪১৬	৯৪	৯৬	২.৩
মোট	৭৬,২৪৯	১৬,২৩০	১৯,০৪৮	১৭.৪

উৎসঃ আইবাস, অর্থ বিভাগ

- এনবিআর সূত্রে, গত অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় ২০১১-১২ অর্থ বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে এনবিআর-কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১৭.৪ শতাংশ ।
- চলতি অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকে মূল্য সংযোজন করের প্রবৃদ্ধি গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৩ শতাংশ বেশি।
- সম্পূরক শুল্কের প্রবৃদ্ধি গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ২২.৭ শতাংশ বেশি।

লেখচিত্র -২: ২০১১-১২ অর্থবছরের জুলাই -সেপ্টেম্বর সময়ে এনবিআর কর রাজস্ব আয়

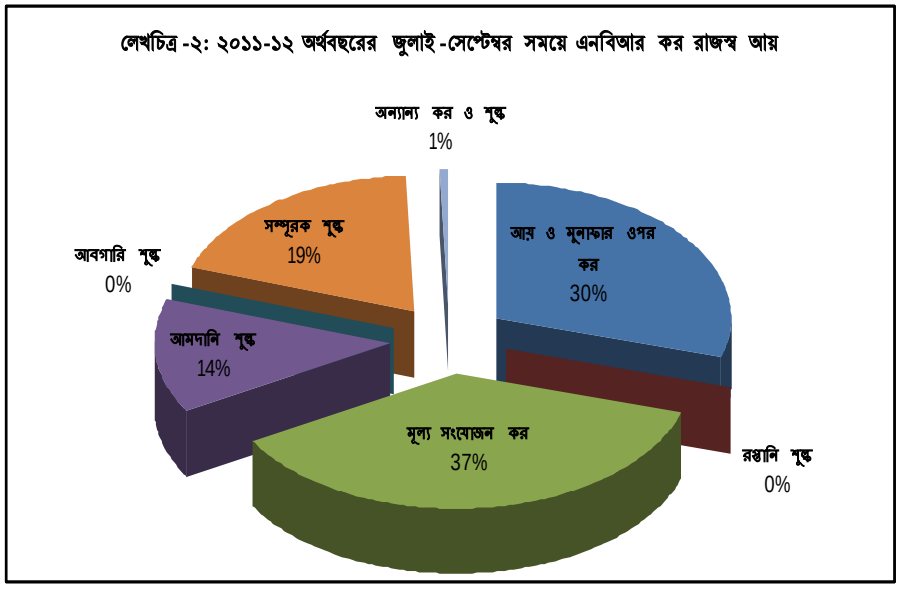

খ. সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

খ.১ সরকারি ব্যয়

সারণি ৩- সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১০-১১		২০১১-১২	জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ব্যয়		২০১১-১২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়	বাজেট	২০১০-১১	২০১১-১২	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোট ব্যয়	১,৩০,০১১ |১৬.৫|	১,২৭,৮০৪ |১৬.২|	১,৬৩,৫৯০ |১৮.২|	১৭,১৬৩	২৭,৮৭৯ (৬২.৪)	১৭.০
অনুন্নয়ন রাজস্বসহ অন্যান্য ব্যয়	৯৪,১৩১ |১২.০|	৯৩,৮২০ |১১.৯|	১,১৭,৫৯০ |১৩.১|	১৩,৮০৪	২৩,০৪৪ (৬৬.৯)	১৯.৬
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৫,৮৮০ |৪.৬|	৩৩,৯৮৪ |৪.৩|	৪৬,০০০ |৫.১|	৩,৩৫৯	৪,৮৩৫ (৪৩.৯)	১০.৫

উৎসঃ সিজিএ, আইএমইডি, অর্থ বিভাগ

নোটঃ বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে

বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে

- গত ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ১,২৭,৮০৪ কোটি টাকা যা সংশোধিত বাজেটের প্রায় ৯৮.৩ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী ২০০৯-১০ অর্থবছরের তুলনায় ২৬.১৯ শতাংশ বেশি।
- গত ২০১০-১১ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে (২৯.৫ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়েছে।
- চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকে অনুন্নয়ন ব্যয় গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
  - গত অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকে অনুন্নয়ন রাজস্বসহ অন্যান্য ব্যয়ের আওতায় বিপিসি, পিডিবি এবং কৃষি খাতে ভর্তুকি বাবদ কোন অর্থ ছাড় করা হয়নি। চলতি অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকে ভর্তুকি বাবদ এ খাতসমূহে মোট ৪০৮০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। ফলে রাজস্ব ব্যয় বেড়েছে।
- প্রথম প্রান্তিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৩.৯ শতাংশ বেশি।
- চলতি অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি খাতে মোট বরাদ্দের ১০.৫ শতাংশ ব্যয় হয়েছে। বিগত অর্থ বছরে একই সময়ে যা ছিল ৯ শতাংশ।

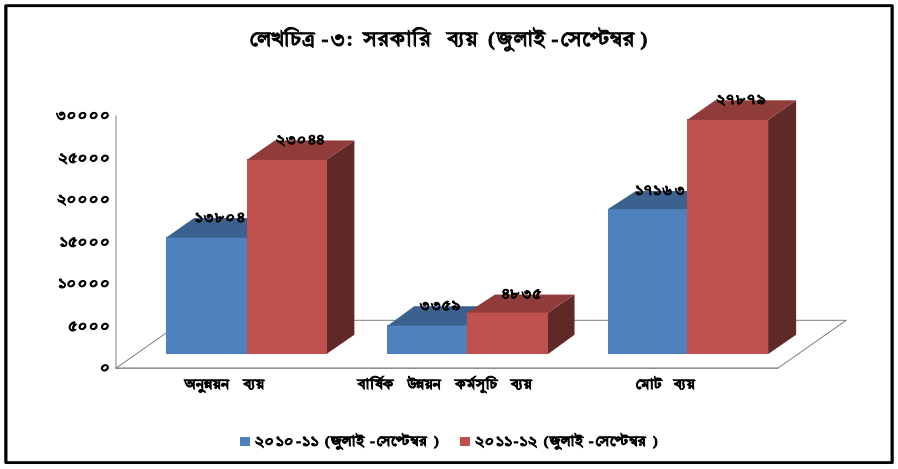

খ.২. ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয়

সারণি ৪- ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০১০-১১		২০১১-১২ বাজেট	বাজেটের অংশ (%)	২০১১-১২ (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়			ব্যয়	বরাদ্দের অংশ
১	২	৩	৪	৫	১	২
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৯,৩৩৯	৯,১৩৯	১০,৯০৯	৬.৭	১,৩৩৫	১২.২
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১০,১৫৫	১০,০৭৯	১০,৮৫০	৬.৬	২,২৫৮	২০.৮
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭,৯৯৩	৮,১৪৮	৮,৯৫৬	৫.৫	১,৪৭৪	১৬.৫
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৭,৬১৭	৭,২৪৮	৮,৮৬৯	৫.৪	১,০৭৮	১২.২
সড়ক বিভাগ	৬,৪৯৭	৫,১৭২	৭,৫৫৩	৪.৬	৫৮৯	৭.৮
বিদ্যুৎ বিভাগ	৫,৯৮৭	৬,০২৫	৭,১৬০	৪.৪	২,০৩৬	২৮.৪
রেলওয়ে বিভাগ	২,৭১০	২,২০৭	৩,৮৯২	২.৪	৪৬৩	৬.২
সেতু বিভাগ	১,১০৮	৩৩১	২,২৪৫	১.৪	৩১	১.৯
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২,১৩৩	২,০৪০	২,২২৮	১.৪	১৩০	৫.৮
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১,২৬৯	১,১৩৫	১,১৫১	০.৭	২৭	২.৩
মোটঃ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়	৫৪,৮০৮	৫১,৫২৪	৬৩,৮১৩	৩৯.০	৯,৪২১	১৪.৮
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৭৫,২০৩	৭৬,২৮০	৯৯,৭৭৭	৬১.০	২৩,৮৫৩	২৩.৯
সর্বমোট ব্যয়	১,৩০,০১১	১,২৭,৮০৪	১,৬৩,৫৯০	১০০.০	৩৩,৭২৬	২০.৬

উৎসঃ অর্থ বিভাগ ও আইএমইডি

- ২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেটে –
  - ১০ টি মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে বরাদ্দ মোট বাজেটের ৩৯.০ শতাংশ
  - অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের বিপরীতে বরাদ্দ মোট বাজেটের ৬১.০ শতাংশ
- ২০১১-১২ অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকে মোট ব্যয় বাজেটের ২০.৬ শতাংশ
  - ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় ১৪.৮ শতাংশ
  - অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের ব্যয় ২৩.৯ শতাংশ

খ.৩. ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

সারণি ৫- ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০১০-১১		২০১১-১২ বরাদ্দ (প্রকল্প সংখ্যা)	এডিপি'র অংশ (%)	২০১১-১২ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়			ব্যয়	ব্যয়ের অংশ (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৭,৮৫৪	৭,৫৭৫	৯২৪৫.৬৩ (১৩৭)	২০.১	১৪৬৬.৭৮	১৬.০
বিদ্যুৎ বিভাগ	৫,৯৮২	৫,৯১৫	৭১৪৫.২৮ (৪৬)	১৬.০	১৫৯৭.০৯	২২.০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩,০৫৭	২,৯৭৮	২৪১৮.৪৯ (১১)	৫.০	২৮২.০৪	১২.০
রেলওয়ে বিভাগ	-	-	২২৮৯.৪০ (৪২)	৫.০	২৯২.২০	১৩.০
সড়ক বিভাগ*	৩,৬৩৪	২,৯৬৯	২২৭৩.১১ (১৫৫)	৫.০	১৬৯.৮৭	৭.০
সেতু বিভাগ	১,১০৬	৩৭৭	২২৩৫.০০ (২)	৫.০	৩০.৮৫	১.০
কৃষি মন্ত্রণালয়	১,০৪২	১০২১	-	-	-	-
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১,৭২৪	১,৬৪১	২১২৪.৭৭ (৬৫)	৫.০	১২৪.৮৩	৬.০
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১,৪৪৪	১,২৮২	১৪৮৭.৪৮ (৬১)	৩.০	৪৬.৪৪	৩.০
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১,০৫৫	৯৭০	১০৬২.৫৫ (৩৭)	২.০	৯৮.০৫	৯.০
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২,৭৩৭	২,৪৮৯	১০০৩.০৮ (২০)	২.০	৯৯.৩৬	১০.০
মোট (১০ টি মন্ত্রণালয়)	২৯,৬৩৫	২৭,২১৯	৩১,২৮৪.৭৯ (৫৭৬)	৬৮.০	৪২০৭.৫১	১৩.০
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৬,২৪৫	৫,৬১১	১৪,৭১৫ (৪৬৩)	৩২.০	৬২৭.৪৯	৪.৩
মোট	৩৫,৮৮০	৩২,৮৩০	৪৬,০০০ (১০৩৯)	১০০.০	৪,৮৩৫	১০.৫

উৎসঃ আইএমইডি * সংশোধিত বাজেটে ও প্রকৃত ব্যয়ে রেলপথ বিভাগ অন্তর্ভুক্ত

- ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৬৮.০ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে
- প্রথম প্রান্তিকে ১০ টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে মোট বরাদ্দের ১৩.০ শতাংশ
- অবশিষ্ট ৩৯ টি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩২.০ শতাংশ অর্থের মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৪.৩ শতাংশ

গ. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

গ.১. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

সারণি ৬: বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১০-১১		২০১১-১২	জুলাই-সেপ্টেম্বর	
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	২০১০-১১	২০১১-১২
১	২	৩	৪	৫	৬
বাজেট ভারসাম্য	-৩৪,৮২৪ |৪.৪|	-৩৫,০১৪ |৪.৪|	-৪৫,২০৪ |৫.০|	৪,৬১৪	-২,৪৫৩
অর্থায়ন	৩৪,৮২৪ |৪.৪|	৩৫,০১৪ |৪.৪|	৪৫,২০৪ |৫.০|	-৪,৬১৪	২৪৫৩
বৈদেশিক	১০,০০৭ |১.৩|	৪,৯৯৪ |০.৬|	১৭,৯৯৬ |২.০|	-৬৯৯	-১০০৪
অভ্যন্তরীণ	২৪,৮১৭ |৩.১|	৩০,০২০ |৩.৮|	২৭,২০৮ |৩.০|	-৩,৯৪৫	৩,৪৫৭
ব্যাংক	১৮,৩৭৯	২৫,২১০	১৮,৯৫৭	৬৭৫	৭,৬৬৪
ব্যাংক বহির্ভূত	৬,৪৩৮	৪,৮১০	৮,২৫১	-৪,৬২০	-৪২১১

উৎসঃ অর্থ বিভাগ ও আইএমইডি

নোটঃ বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে

- বাজেটে ব্যাংক উৎস হতে নীট অর্থায়নের প্রাক্কলন ধরা হয়েছে ১৮,৯৫৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রথম প্রান্তিকেই লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৪০ শতাংশ ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে; ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে ঋণ প্রাপ্তি কম হওয়ায় এবং বিদেশি ঋণ ও অনুদানের প্রবাহ কমে যাওয়ায় ভর্তুকির অর্থছাড়সহ অন্যান্য ব্যয় মেটাতে সরকার ব্যাংক উৎস হতে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করেছে।

গ.২. বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

সারণি-৭- বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১০-১১		২০১১-১২	জুলাই-সেপ্টেম্বর	
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	২০১০-১১	২০১১-১২
১	২	৩	৪	৫	৬
নীট অর্থায়ন	৫,৭৮৪	৪,৯৯৪	১৭,৯৯৬	-৬৯৯	-১০০৪
ঋণ	১০,৯২০	৮,৪৬১	১৮,৬৮৫	২১৭	৩৬১
অনুদান	৪,২২৪	১,৯৬০	৪,৯৩৮	৯৪	৭২
ঋণ পরিশোধ	-৫,১৩৭	-৫,৪২৭	-৫,৬২৭	১,০১০	১৪৩৭

উৎস: সিজিএ/অর্থ বিভাগ

- ২০১১-১২ অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকের নীট অর্থায়ন এবং ঋণ গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে।

ঘ. মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

ঘ.১. মুদ্রা ও ঋণ প্রবাহ

সারণি ৮: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	জু০/১০	সেপ্টেম্বর/১০	জুন/১১	সেপ্টেম্বর /১১
১	2	৩	৪	**৫**
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	**২২.**4	২১.৪	২১.৩	**১৯.৬**
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১7.9	২০.৩	২৭.৪	**২৬.২**
বেসরকারি খাতে ঋণ	**২৪.২**	২৬.৬	২৫.৮	**২১.৯**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- জুন,১১ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর,১১ সময়ে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। মূলত অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি কমেছে।

ঘ. ২. রিজার্ভ মুদ্রা ও এর প্রধান উপাদান

সারণি ৯: রিজার্ভ মুদ্রা ও এর প্রধান উপাদান

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	জুন ১০	সেপ্টেম্বর'১০	জুন'১১	সেপ্টেম্বর'১১
১	২	৩	৪	৫
রিজার্ভ মুদ্রা	১৬.০	১০.৪৮	২১.১০	১৭.৭
নীট বৈদেশিক সম্পদ	৪১.৫	২১.৪৩	০.৩০	-৬.১
নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-২৬.২	-১৬.১৭	৮৭.০৫	১০১.৮

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- চলতি অর্থ বছরের শুরুর তুলনায় প্রথম প্রান্তিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার বছরভিত্তিক প্রবৃদ্ধি কমেছে। মূলত রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় এরূপ হয়েছে।

ঘ.৩. কৃষি ও শিল্প ঋণ বিতরণ

সারণি ১০: কৃষি ও শিল্প ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

খাত	২০১০-১১ (জুলাই-সেপ্টেম্বর)		২০১১-১২ (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	
	বিতরণ	প্রবৃদ্ধি (%)	বিতরণ	প্রবৃদ্ধি (%)
কৃষি ঋণ	২,৫৩৩	৩২.৫	২০৫১.৯৩	(-)১৯.০০
মেয়াদি শিল্প ঋণ	৭৪৭৩.৫১	৩৮.৩১	৭৪৩৭.৪৪	(-) ০.৪৮

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে কৃষি ঋণের প্রবৃদ্ধি গত অর্থ বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।
- গত অর্থবছরে মেয়াদি শিল্প ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৩৮ শতাংশের বেশি।

৬. বৈদেশিক খাত

৬.১. রপ্তানি পরিস্থিতি

সারণি ১১: আমদানি ও রপ্তানি পরিস্থিতি

খাত	২০১০-১১	জুলাই-সেপ্টেম্বর	
		২০১০-১১	২০১১-১২
১	২	৩	৪
রপ্তানি (মি. মার্কিন ডলার)	২২৯২৪.৩৮	**৫০২৯.০৫**	**৬১৬৩.৭৩**
প্রবৃদ্ধি (%)	**৪১.৪৭**	**২৯.৮৭**	**২২.৫৬**
আমদানি (মি. মার্কিন ডলার)	৩৩৬৫৭.৫০	৭০২১.৭০	৮৭৬২.৪০
প্রবৃদ্ধি (%)	৪১.৭৯	৩৭.০২	২৪.৭৯

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো; (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- ২০১০-১১ অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৪১.৪৭ শতাংশ ও ৪১.৭৯ শতাংশ;
- পূর্ববর্তী অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকেও (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১) রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধির গতি অব্যাহত রয়েছে;
- প্রধানতম রপ্তানিবাজারসমূহে (যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে সম্ভাব্য শ্লথগতি, ইউরোপীয় ইউনিয়নের চলমান ঋণ সংকট) সংকটের কারণে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা শ্লথ হতে পারে;
- সেপ্টেম্বর ২০১১ মাসে রপ্তানি আয় হয়েছে ১৪৪৭.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.২৯ শতাংশ বেশি;
- বিশ্ব চাহিদার সম্ভাব্য সংকোচনের প্রভাব আমদানির ওপরও পড়বে; আগামী দিনগুলোতে আমদানি ব্যয়ও কমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে

৬.২. রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

সারণি ১২: রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

খাত	২০১০-১১	জুলাই-সেপ্টেম্বর	
		২০১০-১১	২০১১-১২
১	২	৩	৪
রেমিট্যান্স (মি. মার্কিন ডলার)	১১৬৫০.৩১	২৬৫৮.৯৪	২৯৭২.৮১
প্রবৃদ্ধি (%)	৬.০৩	-১.৮২	১১.৮০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- ২০১০-১১ অর্থবছরে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ০৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে
- সরকারের ইতিবাচক বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে চলতি অর্থবছরে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি বাড়বে বলে আশা করা যায়
- জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১১ সময়ে প্রবাস আয় হয়েছে ২৯৭২.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.৮০ শতাংশ বেশি

৬.৩. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

সারণি ১৩: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি

খাত	৩০ জুন ২০১০	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০	৩০ জুন ২০১১	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১	প্রবৃদ্ধি (%)
১	৪	৫	৪	৫	৬
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মি. মার্কিন ডলার)	১০৭৪৯.৭৪	**১০৮৩৩.৫৫**	১০৯১১.৫৫	**৯৮৮৩.৫৯**	**-৮.৭৬***
আমদানি মাস হিসেবে	৫.৪৩	৫.২	৩.৮৯	৩.৬	-

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (* ৩০ সেপ্টেম্বর'১০ এর তুলনায় ৩০ সেপ্টেম্বর'১১ -এর প্রবৃদ্ধি)

- চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৯.০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে

চ. মূল্যস্ফীতি

চ.১. মূল্যস্ফীতির গতিধারা

সারণি ১৪: মূল্যস্ফীতির গতিধারা
(পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট)

মূল্যস্ফীতি (%)	২০১০-১১				২০১১-১২			
	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	গড়	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	গড়
সাধারণ	৭.২৬	৭.৫২	৭.৬১	৭.৪৬	১০.৯৬	১১.২৯	১১.৯৭	১১.৪১
খাদ্য	৮.৭২	৯.৬৪	৯.৭২	৯.৩৬	১৩.৮০	১২.৭০	১৩.৯৫	১৩.৪৮
খাদ্য-বহির্ভূত	৪.৮৭	৩.৭৬	৩.৬৯	৪.১১	৬.৪৬	৮.৭৬	৮.৭৭	৮.০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- গত ২০১০-১১ অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) গড় মূল্যস্ফীতির (৭.৪৬ শতাংশ) তুলনায় বর্তমান অর্থ বছরের একই সময়ের গড় মুল্যস্ফীতির হার (১১.৪১ শতাংশ) উর্ধ্বমুখি, যা মূলত খাদ্য মূল্যস্ফীতির (Food Inflation) প্রভাবে সৃষ্ট। তবে, বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতিও সাধারণ মূল্যস্ফীতির ওপর উর্ধ্বমুখি চাপ সৃষ্টি করেছে।

- গত ২০১০-১১ অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসের গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯.৩৬ শতাংশ, চলতি অর্থবছরের একই সময়ের গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ১৩.৪৮ শতাংশ। অন্যদিকে, এসময় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হারও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, যা গত অর্থবছরের প্রথম তিন মাসের প্রায় দ্বিগুণ। উল্লেখ্য, গত ২০১০-১১ অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসের গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৪.১১ শতাংশ, চলতি অর্থ বছরের একই সময়ের গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৮.০ শতাংশে।

- আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়াম ও খাদ্যপণ্যের উচ্চমূল্য, অনুৎপাদনশীল খাতে অতিরিক্ত ঋণের প্রবাহ ও যোগান সীমাবদ্ধতা মূলতঃ মুল্যস্ফীতিতে ভূমিকা রেখেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কিছুটা হ্রাস (আইএমএফ এর পুর্বাভাস অনুযায়ী ২০১১ সালে ব্যারেল প্রতি জ্বালানি তেলের দাম গড়ে ১০৩.২ মার্কিন ডলার এবং ২০১২ সালে তা কিছুটা কমে গড়ে ১০০.০ মার্কিন ডলার হতে পারে।), চলতি অর্থবছরে ভারতের ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস এবং বাংলাদেশে বোরোধানের বাম্পার ফলন ও কৃষিখাতে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির সম্ভাব্য চাপ প্রশমণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।